দৈনিক ইত্তেফাক 36

তারিখ ... 06 JUL 1991
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫

ঢাকা ভার্সিটি ঃ আজ হইতে ক্লাস শুরু

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

১৫ দিনের ছুটি শেষে গতকাল (শুক্রবার) পুলিশ প্রহরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহ খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আজ (শনিবার) হইতে ক্লাসসমূহ শুরু হইবে। গতকাল প্রতিটি হলের গেটে ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয় পত্র পরীক্ষা করা হয়। হল প্রভোষ্ট সহ বিভিন্ন কর্মকর্তা পালা করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করার দায়িত্ব পালন করেন। প্রথম দিনে অল্প সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী হলে ফিরিয়াছে। একজন প্রভোষ্ট মন্তব্য করেন, শতকরা ১৫/২০ জন ছাত্র-ছাত্রী হলে ফিরিয়াছে। ভিসি প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিঞা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তাবৃন্দ, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ পৃথকভাবে বিভিন্ন হল পরিদর্শন করেন। গতকাল কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই। তবে জগন্নাথ হলে জনৈক ছাত্রকে তাহার প্রতি-

(২য় পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটি

(১ম পৃঃ পর)

দ্বন্দ্বীরা মারধর করে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। একটি সূত্র জানায়, প্রথমদিনেই ক্যাম্পাসে কতিপয় সশস্ত্র তরুণের আনাগোনা লক্ষ্য করা গিয়াছে।

এদিকে ছাত্রলীগ (না-শ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা গতকাল ডাকসু ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ক্যাম্পাসের ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি সম্পর্কে শঙ্কা প্রকাশ করিয়াছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী তৎপরতার জন্য ছাত্রলীগকে (আ-অ) দায়ী করিয়া বলা হয়, এই ছাত্র সংগঠনটি ডাঃ মিলনের হত্যাকারীদের আশ্রয় দেওয়ার পর হইতে ক্যাম্পাস সন্ত্রাসীদের রাজত্বে পরিণত হইয়াছে। সাংবাদিক সম্মেলনে ছাত্রলীগকে (আ-অ) সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে বয়কট করার জন্য সকল গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠনের প্রতি আহ্বান জানান হয়। মনিরুজ্জামান টিটু সাংবাদিক সম্পেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয় শাখার সভাপতি রোকনুজ্জামান রোকনসহ বিভিন্ন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, ক্যাম্পাস আজ অস্ত্রধারী, খুনীদের লীলাভূমিতে পরিণত হইয়াছে। ডাঃ মিলন এবং মাহবুবের খুনীরা প্রকাশ্যে অস্ত্রের মহড়া চালাইতেছে। সবকিছু হইতেছে ক্যাম্পাসে মোতায়েনকৃত শত শত পুলিশ বি, ডি, আর-এর সম্মুখে। এক দিকে ডাঃ মিলনের খুনীদের গ্রেফতারের জন্য সরকার পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছে অন্যদিকে পুলিশ বাহিনীর ভূমিকায় মনে হইতেছে তাহাদের দায়িত্ব খুনীদের পাহারা দেওয়া। সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, দলীয় রাজনীতি জোরদার করার জন্য ক্যাম্পাসে অস্ত্র আমদানী করা হইতেছে, অস্ত্রধারী, সন্ত্রাসী, খুনী তৈরী করা হইতেছে। সাংবাদিক সম্মেলনে ডাঃ মিলন ও মাহবুবের হত্যাকারীদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবীতে ৮ই জুলাই অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে ৯ই জুলাই কার্জন হলে, ১০ই জুলাই সায়েন্স এনেক্স ভবনে প্রতিবাদ সভা আহ্বান করা হইয়াছে।